শ্রাবণ বর্ষণ সংগীতে

জয়নাল আবেদীন

মন মোর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিগ দিগন্তের পানে
নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সংগীতে।
রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম।।

বৃষ্টি-স্নাত স্নিগ্ধ-হিমেল দিনের তখন শেষলগন। বাদলের বাতাসে ভর করে আকাশের গায় প্রেয়সীর ছায়াময় এলোকেশের মতই সন্ধ্যাকালীন মেঘের তখনও সৌরভময় সগৌরব উপস্থিতি; উড়ছে আকাশ ছুঁয়ে,দিগন্ত জুড়েই যার বিস্তৃতি। দুর পিয়ালের বন থেকে ভেসে আসছে জলভরা কেতকীর সুমিষ্ট মাতাল সুবাস। এমনই একমন আকুল করা সন্ধ্যাই ছিল সেদিন, ১৬ই জুলাই শনিবার। *নর্থ রক ডন মুর কমিউনিটি সেন্টারের*" শ্রাবণবর্ষণ সংগীত"-এর "রিমঝিম-রিমঝিম-রিমঝিম" সুরের মৃদু লহরী যেন এখনো বাজছে, মনের কোন এক গহীণ কোণে।

এবারের ২৫শে বৈশাখ ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০তম জন্ম বার্ষিকী। কবিগুরু'র বর্ষা-পর্বের কিছু গান নিয়ে, প্রতীতি তাঁরই ১৫০তম জন্মদিন পালনের যে নৈবদ্য সেদিন সাজিয়েছিল, যা এক কথায় সুন্দর। পারিপার্শ্বিক আর প্রাকৃতিক পরিবেশ যেন অনুষ্ঠানের কথা ভেবেই সেদিন নতুন করে সেজেছিল। প্রতীতির এই দিনের নিবেদন ছিল, **"মধুর রূপে ভরেছে ভুবন"**। পরিবেশনা আর উপস্থাপনায় অনুশীলন আর অধ্যাবসায়ের স্বাক্ষর ছিল বিমূর্ত। সুন্দর একটা অনুষ্ঠান উপহার দেয়ার জন্য প্রতীতি যথার্থই প্রশংসার দাবী রাখে।

মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন আজাদ রহমান, পাশে সিঃ সালেকীন

এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সুরকার জনাব আজাদ রহমানের উপস্থিতি ও স্বাগত ভাষণ, অনুষ্ঠানে একটা ভিন্নমাত্রার সংযোজনকরে। তাঁর নিরহংকার, সরল-উপস্থিতি আর সহজ-সুন্দর বাচনভঙ্গি দিয়ে তিনি সেদিনের দর্শক-শ্রোতার হৃদয়ে শ্রদ্ধার একটা স্থায়ী আসন রচনা করে গেছেন। অভিবাসী জীবনে বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্র সংগীতের প্রতি শিল্পী ও শুভ্যানুধ্যায়ীদের মমত্ব দেখে তিনি বিমোহিত হয়েছেন। তাঁর সেই ভাল লাগা চোখের ভাষা আর প্রশংসার ফুললিত রেণু, হলের সুদুর কোনায় বসেও উপলব্ধি করতে কার-ও এতটুকু কষ্ট করতে হয়নি। প্রবাসের প্রতিকুল পরিবেশে যারা বাংলা আর বাঙালীত্বের পরিচর্চায় নিবেদিত, তাঁদের বিষয়ে কথা বলার সময় তাঁর যে আবেগ, তা শুধু এই বিশাল ব্যক্তিত্বের নরম-কোমল সুন্দর মনেরই পরিচায়ক। তিনি প্রতীতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সিরাজুস

সালেকীনকে তার নিষ্ঠা ও এই অনিন্দ্য-সুন্দর উদ্যোগের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানান; কথা বলতে বলতে একাধিকবার তার ঘাড়ে হাত রেখে কাছে টেনে নেন। পারিবারিক জীবনে শিল্পীদের আনুষাঙ্গিক কাজে সাহায্য সহযোগীতার জন্য শিল্পী-কলাকুশলীদের পরিবার সদস্যদের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন।

জনাব রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, বাঙালী জীবনের এমন কোন অঙ্গাণ নেই, কবি গুরুর অনুভূতির স্নিগ্ধ-পরশ যেখানে ছুঁয়ে যায়নি। প্রকৃতি, জীবন, প্রেম, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উল্লাস; জীবনের প্রতিটি বাঁকেই তাঁর সগৌরব, উজ্জ্বল উপস্থিতি। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বাঙালী, বাঙালীত্বের কথা চিন্তা করা যায়না। তাঁর বক্তব্য শেষ হলে, প্রতীতির পক্ষ থেকে বরেণ্য এই ব্যক্তিত্বকে উত্তরীয় ও ফুলদিয়ে অভিনন্দন জানান হয়।

মুল সংগীত অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে সাজানো ছিল। প্রথম পর্বে ছিল প্রতীতির দলীয় উপস্থাপনা। দ্বিতীয় পর্বে; সিরাজুস সালেকীনের একক সংগীত। "বিশ্ব বীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে, স্থলে জলে নভ তলে বনে উপবনে"- এই সমবেত সংগীতের মাধ্যমে প্রথম পর্বেও সংগীত অনুষ্ঠানের সুচনা হয়। পরবর্তী সমবেত সঙ্গীতটি ছিল, "ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে.."।

এরপর পর্যায়ক্রমে ছেলে ও মেয়েরা কবিগুরুর বর্ষা-পর্বের যে গান গুলো গায়, তারমধ্যে ছিলঃ"মোর ভাবনারে একি হাওয়ায় মাতালো", "এসো শ্যামল-সুন্দর", "তাহারে দেখিনা যে দেখিনা, শুধু মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে ঐ শোনা যায়", "সে যে ব্যথিত হৃদয়ে আছে বিছায়ে, তমাল কুঞ্জ পথে সজল ছায়াতে", "গোপন স্বপনে ছাইল অপরশ আঁচলের নব নীলিমা","বকুল মুকুল রেখেছে গাঁথিয়া বাজিছে অঙ্গানে মিলন বাঁশরী","উড়ে যায় বাদলের এই বাতাসে, তার ছায়াময় এলোকেশ আকাশে","আনো সাথে তোমার মন্দিরা চঞ্চল নৃত্যের বাজিবে ছন্দে সে"।

সপরিবারে রবীন্দ্র সঙ্গিত শিল্পী শাফিনাজ আমিন

পরবর্তী পর্যায়ে ছিলঃ সমবেত-"নীল অঞ্জন ঘনপুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর - হে গম্ভীর", সিরাজুস সালেকীন ও ইশরাত জাহান মুন-"আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে", শাফিনাজ আমিন মুক্তি-"বাদল দিনের প্রথম কদমফুল", শুচি, চম্পা, সজল - "মেঘ মল্লারে সারা দিনমান", ইভানা-"মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে", সমবেত, "তিমির অবগুণ্ঠণে বদন তব ঢাকি", অদিতি বড়ুয়া পিয়া-"আজ শ্রাবণের পুর্ণিমাতে কি এনেছিস বল"।

সিডনীর ভুপেন হাজারিকা খ্যাত, সাজ্জাদুল আনাম খান বাপ্পী গেয়েছিলেন-"ওই মালতি লতা দোলে", তামিমা শাহরীণ-"আজ কিছুতেই যায়না মনের ভার", সমবেত-"তপের তাপের বাঁধন

কাটুক রসের বর্ষণে”। শুচি, চম্পা, সজল-“বায়ু বহে পুর্ব সমুদ্র হতে”। ইভানা-“কোথা যে উধাও হলো মোর প্রাণ উদাসী আজি ভরা বাদরে”। চম্পা- “সজল মেঘের ছায়া ঘনাইছে বনে বনে”। আব্দুল ফারুখ- “বাদল ধারা হলো সারা”। সিরাজুস সালেকীন-“সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণধারা, অন্ধ বিভাবরী সঙ্গ পরশহারা”। অনুষ্ঠানের সর্বশেষ সমবেত সঙ্গীতটি ছিল-**“পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে**”।

বিরতীর পর দ্বিতীয়পর্বে ছিল সিরাজুস সালেকীনের কন্ঠে রবীঠাকুরের উল্লেখযোগ্য কিছু গানের উপস্থাপনা। তিনি “ধায় যেন মোর..”গানটি দিয়ে দ্বিতীয়পর্ব অনুষ্ঠানের সুচনা করেন। সিরাজুস সালেকীন এবং সেই সাথে অনুষ্ঠানের সর্বশেষ গানটি ছিল; “আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে”। বাইরে সমস্ত আকাশ জুড়ে তখনও মেঘের ঘন-ঘটা। বর্ষনসিক্ত শীতের রাত গভীর থেকে গভীর তর হচ্ছে। ডনমুর কমিউনিটি সেন্টারের ভিতর সালেকীন-এর সুমিষ্ট ভরাট কণ্ঠে রবীঠাকুরের গানের লহরী। আবেগ-আপ্লুত দর্শক-শ্রোতা সময়ের পরিমাপে যখন উদাসীন, তখন বেরসিক কর্তৃপক্ষের আবেগহীন হস্তক্ষেপে রাত ৯:৪৫ মিনিটের দিকে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অনুষ্ঠানের শিল্পী তালিকায় ছিল, সিরাজুস সালেকীন(বাবু), শাফিনাজ আমিন(মুক্তি), সাজ্জাদুল আনাম খান (বাপ্পী), অদিতি বড়ুয়া(পিয়া) ,মেহেদী হাসান(সজল), ইশরাত জাহান(মুন), মমতাজ রহমান(চম্পা), ইফফাত আরা(শুচি), তামিমা শাহরীণ ও আব্দুল ফারুখ (আবুল)। তবলায়-রাশেদুল করিম(সুইটি), শব্দ-নিয়ন্ত্রণ এবং গীটারে হাসান জায়ীদ। ধারা বিবরণীতে-শাকিল চৌধুরী। দ্বিতীয়পর্ব অনুষ্ঠানে শব্দ-নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করেন নাজমুল হাসান। অনুষ্ঠানটির গ্রন্থণা ও সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, সিরাজুস সালেকীন (বাবু)।

সব মিলিয়ে সমস্ত অনুষ্ঠানটা ছিল সুন্দর। অনুষ্ঠানটির দুই পর্বের ভাগ, অনুষ্ঠানটায় মনে হয় একটা ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। বিদগ্ধ কিছু শ্রোতাকে প্রথম পর্বের কিছু অংশ **মিস** করলেও দ্বিতীয় পর্বের ভাব গম্ভীর একক গানের অনুষ্ঠানের জন্যে যথা সময়ে নোঙ্গর ফেলতে দেখা গেছে। এই বিশেষ দিকটা কর্তৃপক্ষ খেয়াল করলে আমার মনে হয়, ভাল হবে। যেকোন সমবেত উপস্থাপনার শেষ পর্যায়ে, উপস্থিত শিল্পীদের থেকে একজন বা দু’জন-এর জন্য (অতি অল্প সময়ের জন্যে হলেও) যদি একক উপস্থাপনার সুযোগ থাকে; তবে সেটা যেমন দর্শক-শ্রোতার জন্য একটা বাড়তি পাওনা, তেমনি শিল্পীর জন্যও খুব বড় কোন বেদনার কারণ হওয়ার কারণ দেখিনা। আমার মনে হয় পরিবর্তিত রুচির যথার্থ ও সম্মিলিত সন্নিবেশ, অনুষ্ঠানের সফলতার মাত্রাকে আরো খানিকটা বাড়িয়ে দেবে।

উপস্থাপনা ও পরিবেশনা যখন ছিল যথার্থ ও সুন্দর, তখন হলের ইকো-সিস্টেম-এর ব্যপারে অনুযোগ শোনা গেছে। এই একটা ব্যপারে কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করছি। সব মিলিয়ে একটা সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দেয়ার জন্য প্রতীতির জন্য রইলো আন্তরিক অভিনন্দন।

জয়নাল আবেদীন, সিডনী - ২১/০৭/২০১১

অনুষ্ঠানের ফটো এ্যালবাম দেখতে এখানে টোকা মারুন